০৪

তারিখ ... 28 JAN 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

দৈনিক বাংলা

গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা এবং ছাত্রীভর্তি বৃদ্ধি

আমাদের দেশে শিক্ষা-দীক্ষার অনগ্রসরতার বহুবিধ কারণের মধ্যে জনগণের ব্যাপক দারিদ্র্য এবং শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার সীমাবদ্ধতা অন্যতম প্রধান। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তো বটেই, মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রয়োজনের তুলনায় স্কুলের সংখ্যাল্পতা, সুযোগ-সুবিধার সীমাবদ্ধতা এবং আর্থিক সঙ্গতির অভাব বড় অন্তরায়। এর কারণ, আমাদের দেশে শুধু উচ্চশিক্ষাই ব্যয়বহুল নয়, মাধ্যমিক শিক্ষাও যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ। তুলনামূলক-ভাবে মেয়েদের ক্ষেত্রে তা আরও বেশি। অথচ দারিদ্র্যের কারণে এবং সুযোগ-সুবিধার সীমাবদ্ধতার দরুনও অধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা সাভই কঠিন হয়ে পড়ে। বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষালাভের ব্যবস্থা থাকলেও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ জোগানোই অধিকাংশ অভিভাবকের সাধ্যের বাইরে। বিশেষত সুযোগ-সুবিধার সীমাবদ্ধতার কারণে মেয়েদের যেসব সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়, তা শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে বড় বাধা। গ্রামাঞ্চলে তা সবচেয়ে বেশি। অথচ আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেকই মহিলা এবং তার বৃহত্তম অংশই গ্রামাঞ্চলের বাশিন্দা, সেখানে দারিদ্র্যও সর্বাধিক। বাস্তব কারণেই আমাদের দেশে নিরক্ষরতা যেমন ব্যাপক তেমনি শিক্ষার হার অত্যন্ত কম, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিতদের সংখ্যা বিপুল, এবং গ্রামাঞ্চলের মেয়েরা তার এক বিরাট অংশ। এ কারণেই তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বেশি অবহেলিত, শোষিত-বঞ্চিত এবং নানা নির্যাতনের শিকার।

জনবহুল আমাদের দেশে ব্যাপক নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার এবং যথাসম্ভব উচ্চশিক্ষা দানের ব্যবস্থা ছাড়া জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূর ও জনগণের জীবন-যাত্রার মান বাড়ানো কঠিন। বাস্তব কারণেই বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার, এবং গ্রামীন মহিলাদের শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ ও ব্যবস্থা নিয়েছেন। কেননা, সামাজিক মর্যাদা লাভ, আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন, অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা এবং সুখী-সুন্দর জীবন গড়ে তোলার জন্যই তা দরকার। গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের লেখাপড়া অবৈতনিক করার ব্যাপারটি এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর সুফল ইতিমধ্যেই ফলতে শুরু করেছে, এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার সীমাবদ্ধতা ছাড়াও, অর্থনৈতিক সঙ্গতির অভাব ও সীমাবদ্ধতা যে মেয়েদের বিশেষত গ্রামীন মেয়েদের শিক্ষার একটা বড় অন্তরায় তাও সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে।

গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের লেখাপড়া অবৈতনিক করায় দেশের উত্তরাঞ্চলে গ্রামের স্কুলে ছাত্রী ভর্তির হার প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে গতকালের দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এক তথ্যপূর্ণ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। উত্তরাঞ্চলে ১৬টি জেলা থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে রাজশাহী বিভাগীয় শিক্ষা দফতর সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ১৯৮৯-৯০ শিক্ষা বছরে উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার ২ হাজার ৭৮টি মাধ্যমিক এবং ৩৬৮টি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যেখানে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ২১ হাজার ৪শ' ৯৭ জন সেখানে '৯২ সালের ৮ই জানুয়ারী পর্যন্ত ছাত্রী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬২ হাজার ৩৮৭ জনে। রিপোর্টে তথ্যপরি-সংখ্যান দিয়ে বলা হয়েছে যে, উত্তরাঞ্চলের গ্রাম-গঞ্জে মাধ্যমিক ও নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুবই কম, বালিকা বিদ্যালয় নেই বললেই চলে। বিদ্যালয়-বিশেষত বালিকা বিদ্যালয় গড়ে উঠলে এবং শিক্ষার খরচ আরও কমানো গেলে ছাত্রীর সংখ্যা বাড়বে।

উল্লেখ্য যে, আমাদের অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ সমাজে-বিশেষত গ্রামীণ সমাজে মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব ছাড়াও, এক ধরনের রক্ষণশীল মনোভাব এ ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়। এমনিতেই মেয়েদের শিক্ষা প্রদান সম্পর্কে এ যুগেও গ্রামীণ সমাজ ও পরিবারে এক ধরনের অনীহা এবং দ্বিধা-সংশয় আছে; তদুপরি আছে মেয়েদের সহশিক্ষা সম্পর্কে অনাগ্রহ এবং বিরোধী মনোভাব। এ ব্যাপারে মনস্তাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতাও আছে। সুতরাং, সমাজ বাস্তবতার দিকে লক্ষ্য রেখে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াতে হবে। আলোচ্য রিপোর্টেও এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

সারা দেশেই শিক্ষার বিশেষত মেয়েদের শিক্ষার বিস্তার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য কারণে অত্যাবশ্যক ও একান্তভাবে কাম্য। ব্রিটিশ আমল থেকেই দেশের অবহেলিত এবং অপেক্ষাকৃত অনুন্নত উত্তরাঞ্চলে তা আরো বেশি কাম্য। কেননা, স্কুলের সংখ্যাল্পতা ছাড়াও সেখানে অন্যান্য অন্তরায়ও অনেক। এটা খুবই আশাব্যঞ্জক যে, গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের লেখাপড়া অবৈতনিক করায় উত্তরাঞ্চলে গ্রামের স্কুলে ছাত্রী ইতিমধ্যেই তিনগুণ বেড়েছে। পরিসংখ্যান নিলে হয়তো দেখা যাবে যে, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের গ্রামের স্কুলেও একই কারণে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা হয়তো আশাব্যঞ্জকভাবেই বেড়েছে। শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং ভর্তি ফি ও অন্যান্য এককালীন ব্যয় আরও হ্রাস করা গেলে, গ্রামাঞ্চলেও ছাত্রীর সংখ্যা এবং শিক্ষার হার আরও বাড়বে বলেই আশা করা যায়।